আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫৯ (সাপ্তাহিক) • ৪ জুন ২০২১ থেকে ১০ জুন ২০২১ • ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 59 (Weekly) • 4 JUNE, 2021 – 10 JUNE, 2021 • Friday • Rs. 3.

দুর্যোগের সময়ও প্রতিহিংসার রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রী হিটলারের মতো আচরণ করছেন তোপ মমতার

জাগো বাংলা প্রতিনিধি: একে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ। তার মধ্যে ইয়াস সাইক্লোনের বিপুল দাপট। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রটোকলের দোহাই দিয়ে অযথা একটা রাজ্য সরকারকে বিরক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে কেন্দ্রের সরকার। জনগণের কাছে বিপুল হার হজম হচ্ছে না। চলছে প্রতিশোধমূলক আচরণ। তার প্রতিবাদেই একেবারে গর্জে উঠলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "প্রতিশোধমূলক আচরণ করছে কেন্দ্র। এত নির্দয়, এত নির্মম প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার আমি কখনও দেখিনি। যেহেতু মমতার বিরুদ্ধে আক্রোশ, তাই তাঁর চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধেও আক্রমণ করতে হবে। তারা এমন ব্যবহার করছে যেন মনে হচ্ছে এটা কোনও গণতান্ত্রিক দেশ নয়। অটোক্রেসির মতো, এডলফ হিটলার, স্টালিনের মত ব্যবহার করছে। একদিন ঠিক পস্তাতে হবে।"

একটা সাধারণ বিষয়কে কীভাবে বিষাক্ত করে তুলতে পারে কেন্দ্রের প্রতিশোধমূলক আচরন তা এই ঘটনা থেকে সকলের সামনে এসেছে। ইয়াস পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সরেজমিনে মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে দেখেন দুই ২৪ পরগনা সহ দীঘার বিস্তীর্ণ এলাকা। এই কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার কিছু বাদেই ঠিক হয় ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখে এসে পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা নামবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। উড়িষ্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিজে ঘুরে দেখলেও বাংলার কোনও এলাকায় তিনি দেখবেন না। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য অন্য। দিল্লি ফিরতে হলে এই বিমান বন্দর ব্যবহার করতে হবে তাঁকে। সে কারণেই একটা বৈঠকের বাহানা।

যাই হোক, এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। আচমকা আবার পট পরিবর্তন হয়। জানা যায় প্রধানমন্ত্রীর দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে সেই বৈঠকে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে এরা কেন? যাইহোক এতকিছু নিয়ে ঝগড়াঝাটির সময় নেই। দীঘার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা খতিয়ে দেখা তখনও বাকি। মুখ্যমন্ত্রী তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব বুঝিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে চলে যান দীঘা। তখন তাঁর সঙ্গে তৎকালীন মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত সামনে আসতে থাকে কেন্দ্রের। অথচ গৌণ হয়ে যায় বাংলার ঝড় সাইক্লোন বিধ্বস্ত এলাকার খবর। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারকে উড়তেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। এত অপমানের পরেও মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন বাংলা স্বার্থে। কিন্তু ক্ষোভে ফেটে পড়েন যখন তাকে অপমান করার পরেও তার বাংলার জন্য কাজ করা প্রশাসনিক স্তরে শীর্ষ আধিকারিককে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। আলাপনবাবুর কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। তারপর তাকে এক্সটেনশন দিয়েও আচমকা দিল্লি লিখে পাঠায় কেন্দ্র। রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয় এই পরিস্থিতিতে যিনি প্রায় সবটা সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থেকে তাকে দিল্লি ছাড়া যাবে না। দিল্লির এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন আলাপনবাবু অবসর নিচ্ছেন। আর সে জায়গায় থাকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা পদে পুনর্বহাল করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "তিনি অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁকে নবান্ন ছেড়ে যাওয়ার, আমার সেক্রেটারিয়েট ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিইনি। তিনি এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য পরামর্শদাতার দায়িত্বে বহাল হবেন। আমি আমার রাজ্যের, গোটা দেশের সরকারি কর্মী ও আমলাদের জানাতে চাই একজন সাহসী সৎ অফিসার এইভাবে অন্যায়ের শিকার হতে পারেন না।"

বস্তুত মুখ্যমন্ত্রীর উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কীভাবে তার সরকারকে বিরক্ত করা যায় তার চূড়ান্ত লজ্জার নমুনা তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যে কারণে দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই সব রাজ্যের আমলাদের কাছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন একজোট হন। দুয়ের পাতায়

প্রতিশোধমূলক আচরণ করছে কেন্দ্র। এত নির্দয় প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার আমি দেখিনি। যেহেতু মমতার বিরুদ্ধে আক্রোশ তাই চিফ সেক্রেটারিকে আক্রমণ করতে হবে। দু'জনের সিন্ডিকেট চলছে। তাঁরা এমন আচরণ করছেন যাতে মনে হচ্ছে এটা গণতান্ত্রিক দেশ নয়, পুরো একনায়কতন্ত্র। একদিন এর জন্য ওঁদের পস্তাতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরে গরিব মানুষের হাতে সাহায্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি

- সমুদ্র ও নদীর জলোচ্ছ্বাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সব মিলিয়ে ১৫টি জেলায় ক্ষতি।
- কলাইকুণ্ডায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আনুমানিক ক্ষতি ২০ হাজার কোটি টাকা।

ত্রাণের জন্য আবেদন
৩-১৮ জুন
আবেদনের স্ক্রুটিনি
১৯-৩০ জুন
ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ
১-৮ জুলাই

এই দল মানুষের, একজন তৃণমূলকর্মী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করি মমতা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি: মানুষের ভোটে বিপুল জয় পেয়ে আরও একবার রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছেন জনগণমন অধিনায়িকা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্প্রদায়িক একটা দল বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন মানুষের ভালবাসা আর আশির্বাদ নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির সমস্তরকম আক্রমণ প্রতিহত করে স্রেফ মানুষের সঙ্গে থেকে লড়াই এবং জয়। তার পরই প্রথম জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। সেই বৈঠক থেকেই আগামিদিনে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য কী হবে, তার পথ নির্দেশ করে দিলেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী।

নেত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন, সামনে এখন অনেক দায়িত্ব। বড় ব্যবধানে জিতে এসে মানুষকে এবার নিরলস পরিষেবা দেওয়ার পালা। বড় জয়ের সঙ্গে বড় দায়িত্ব আসে। সেই দায়িত্বই পালন করতে হবে। তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবেই বিজেপির মোকাবিলা করতে হবে। আগামিদিনের নির্বাচনেও মানুষের ভরসার মর্যাদা দিতে হবে। তবে কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সামনে আরও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। তার সঙ্গেই কঠোরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের শৃঙ্খলা প্রত্যেককে মানতে হবে। অনুশাসন ভাঙবেন কেউ। মানুষের সেবা করাই একমাত্র ধর্ম। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রথমে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক হয়। পরের বৈঠক হয় বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে। শেষে দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ নিয়ে প্রকাশ্যে নেত্রীর ভাব তুলে ধরেন। দল যে তাঁর কাছে কতটা আবেগের সে কথা এই বৈঠকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে নেত্রীকে কোট করে মহাসচিব বলেছেন, "আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দলটাই আমার কাছে সবথেকে প্রিয়। কর্মী হিসাবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। মানুষ এই দলটাকে ভালবাসে। সমর্থন করে।" এর পরই দলের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয় রেখে একাধিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন বড় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। ২০২৪-এ লোকসভার লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সে কথা মাথায় রেখেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরও বেশি করে দরকার অভিষেকের মতো তরুণ মুখ, যাঁর বাগ্মিতা সকলকে চমকে দেয়। যাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ঈর্ষনীয়। এই কারণেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

সেটা একদিক থেকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভোটের সময় বারবার এসে অভিষেককে আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অভিষেক আগামিদিনে কোন উচ্চতায় উঠতে চলেছে। যে আন্দোলন করে জাতীয় স্তরে সকলের প্রিয় নেত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবার অভিষেকের সেই লড়াইয়ের পালা। নেত্রী ও দলকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে রাজ্য যুব সভাপতি পদের দায়িত্ব পেয়েছেন সায়নী ঘোষ। তাঁর লড়াকু মনোভাবের জন্যই আরও বড় দায়িত্ব তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। একইভাবে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর মতো যুবককে তৃণমূলের সাংস্কৃতিক সেলের দায়িত্ব দেওয়া হল। মুখপাত্রের দায়িত্ব থেকে আরও বড় দায়িত্ব পেলেন কুণাল ঘোষ। তিনি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে এলেন। তৃণমূলের মহিলা শাখা, শ্রমিক শাখাতেও পরিবর্তন করা হয়েছে। দোলা সেনের জায়গায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন। দোলাকে সর্বভারতীয় সভানেত্রী করা হয়েছে।

বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হননি পূর্ণেন্দু বসু। তাঁকে কৃষক খেতমজদুর সংগঠনের প্রধান করা হয়েছে। এই পদে ছিলেন বেচারাম মান্না। তিনি জিতে মন্ত্রী হয়েছেন। মহিলা শাখার দায়িত্ব পেয়েছেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ভোটে জিতে মন্ত্রী। চার-চারটি দফতরের দায়িত্ব। আবার তাঁর সাংগঠনিক পদের দায়িত্বও বিরাট। সেই দায়িত্বই তাই দেওয়া হয়েছে কাকলিকে। দুয়ের পাতায়

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

সায়নী ঘোষ
যুব সংগঠনের সভানেত্রী

কাকলী ঘোষ দস্তিদার
মহিলা শাখার সভানেত্রী

কুণাল ঘোষ
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রমিক শাখার রাজ্য সভাপতি

দোলা সেন
শ্রমিক শাখার সর্বভারতীয় সভানেত্রী

পূর্ণেন্দু বসু
কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের প্রধান

মালা রায়
বঙ্গজননী বাহিনীর প্রধান

রাজ চক্রবর্তী
সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান

রাজ্য সম্পাদক পদে এলেন আশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, সায়ন্তিকা ও অসীম মাজি

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের **'এক ব্যক্তি এক পদ'** নীতি

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুপ্রিম ভর্ৎসনা

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই কেন্দ্রের মোদি সরকারের কোভিড ভ্যাকসিনেশন নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন্দ্রের এই নীতি কতটা যুক্তিহীন এবং অসাড় বা এই নীতিতে সমগ্র দেশবাসীকে টিকা দিতে দীর্ঘ বছর লেগে যাবে বলে বারবার সমালোচনা করেছেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক সরকার কোনও ক্ষেত্রেই যেমন বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব দেয় না এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্তে অনড় থাকে এ ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছে। এই টিকা নীতি নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও। বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে ৪৫ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তিদের। তবে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের ক্ষেত্রে লাগছে টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'দ্বি-নীতি' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এটা খামখেয়ালি ও যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত'। ভারতবাসীকে 'আচ্ছে দিন'-এর মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে যে সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে, পরে পরে তাদের কাজে ও কথায় বিস্তর অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে। মানুষের ভোটে জিতে একটা সরকার নিজেদের 'গোপন অ্যাজেন্ডা' সফল করতে সবধরনের জনবিরোধী নীতি নিয়েছে। তেমনই আবার আরেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, চলতি বছর ডিসেম্বরের আগেই গোটা দেশে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে। এই দাবির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ে বিরোধীরা। তবে টিকার অভাব, বঞ্চিত গ্রামের মানুষ-কেন্দ্রের টিকাকরণ নীতিতে একাধিক গলদ রয়েছে বলে মনে করে শীর্ষ আদালতও। তা পর্যালোচনার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতিরা। এর পাশাপাশি ৩১ ডিসেম্বরের আগে কীভাবে টিকার ঘাটতি মেটানো হবে, তার পরিকল্পনা জানাতে হবে সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, করোনা অতিমারির প্রকৃতি বদলাচ্ছে। যুবরাও আর নিরাপদ নন। ফলে টিকাকরণ জরুরি। প্রথম দু'দফায় বিনামূল্যে টিকা দিয়েছে কেন্দ্র। সেই নিয়ম বদলেছে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের টিকাকরণের ক্ষেত্রে। এটা একতরফা ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। দেশে টিকাকরণ নিয়ে ধাপ্পাবাজি করছে মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যার অস্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজে বলে মন্তব্য করেন তিনি। দেশের সব মানুষের টিকাকরণ নিয়ে যে মন্তব্য কেন্দ্র করেছে, তার ভিত্তিহীন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। ডিসেম্বরের মধ্যে সবার টিকাকরণের কেন্দ্রীয় ঘোষণা প্রসঙ্গে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশের সবাইকে যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার টার্গেট করা হয়, তাহলে তা ছয়মাস থেকে একবছর লেগে যাবে। দেশের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি। প্রত্যেককে ভ্যাকসিন দেওয়া খুব একটা ছোট কাজ নয়। কেউ যদি করোনায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়াও ভ্যাকসিনের দুটি ডোজের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও রয়েছে। তাই ডিসেম্বরের মধ্যে সবার টিকাকরণ সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, নির্বাচনের পরে তারা সবাইকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি কেন্দ্রের উচিত ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে, তা রাজ্যগুলির হাতে বিনমূল্যে পৌঁছে দেওয়া। রাজ্যগুলি এই কাজ করতে পারে না। রাজ্যের হাতে এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন নেই। এর আগেই করোনা মোকিবিলা ও করোনা টিকাকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, রাজ্যে ১০ কোটি মানুষের টিকার প্রয়োজন। সেখানে রাজ্যকে নামমাত্র ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিদেশি সংস্থাগুলিকে দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় যাতে, সে বার্তাও উল্লেখ করেছেন চিঠিতে। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। সেই চিঠিতেই তিনি রাজ্যের মানুষের জন্য টিকা কিনতে চেয়েছিলেন। রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও সাড়া মেলেনি। তাই ফের চিঠি লিখেছেন জননেত্রী। বাংলা ও সারা দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রের কবে বোধদয় হয়, সেটাই দেখার।

সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ক্ষমা করবে না দেশ

তীর্থ রায়

বিধানসভা ভোটের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা। তাই বাংলার বিরুদ্ধে তাঁরা একের পর এক প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে যাচ্ছেন। মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কাজ তাঁরা করলেন তা স্বাধীনতার পর ভারতের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। একজন মুখ্যসচিবকে তাঁর অবসরের দিনে এইভাবে হেনস্থা করা অকল্পনীয় ঘটনা। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আইএএস অফিসার হিসেবে আলাদা মর্যাদার দাবি রাখেন। তাঁর ৩৫ বছরের চাকরিজীবনে তিনি প্রশাসক হিসেবে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। তিনি শুধু একজন মেধাবী অফিসার নন, তিনি বাংলার একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীও বটে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে আলাপনবাবু তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। বাংলার মানুষ আলাপনবাবুকে একজন দক্ষ প্রশাসকের বাইরেও মননশীল, সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সম্মান করে। এইরকম একজন জনপ্রিয়, দক্ষ, বিদগ্ধ, সংস্কৃতিসম্পন্ন, সৎ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে এইভাবে অসম্মান রাজ্যবাসী কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আলাপনবাবু মুখ্যসচিবের চেয়ারে বসে যেভাবে করোনা মোকাবিলায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন, তা উল্লেখনীয়। প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা এইরকম একজন আধিকারিককে নির্লজ্জভাবে তাঁদের আক্রমণের নিশানা করলেন। আলাপনবাবুর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে অভিযোগ করছে, তা একেবারেই হাস্যকর। 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি সামলাতে আলাপনবাবু তাঁর পারিবারিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 'যশ' বাংলায় আছড়ে পড়ার কয়েকদিন আগেই আলাপনবাবু তাঁর একমাত্র সহোদর ভাইকে কোভিডে হারিয়েছিলেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে কোভিডে মৃত্যু হয় আলাপনবাবুর এক ভাগ্নেরও। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নিজের ভাই ও ভাগ্নেকে কোভিডে হারিয়েও আলাপনবাবু তাঁর সরকারি দায়িত্বকে একমুহূর্তের জন্যও অবহেলা করেননি। রাজ্যের এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত বিপর্যয়কে প্রাধান্য দিয়ে একদিনের জন্যও ছুটি নেননি তিনি। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটে গিয়েছিলেন। সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে যে আধিকারিক এই পর্যায়ের নিষ্ঠা দেখালেন, তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযুক্তের আসনে বসালেন। এটা গোটা দেশবাসীর কাছেই একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে মনে হয়েছে। মোদির অভিযোগ, কেন আলাপনবাবু তাঁর ডাকা বৈঠকে না থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঝড়বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করছিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়েছিলেন। আসলে মোদির এটা রাজ্যের প্রতি প্রতিহিংসা ছাড়া কিছু নয়। আলাপনবাবুকে উপলক্ষ করে মোদি-শাহরা রাজ্যবাসীর উপর তাঁদের রাগ, হিংসা, দ্বেষ প্রদর্শন করছেন। এটা দেশের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে এক অতি বিপজ্জনক প্রবণতা। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। আলাপনবাবুর বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসামূলক আচরণ মোদি সরকার করে চলেছে তাকে কোনওভাবেই ক্ষমা করা যাবে না।

সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে যে আধিকারিক এই পর্যায়ের নিষ্ঠা দেখালেন, তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযুক্তের আসনে বসালেন। এটা গোটা দেশবাসীর কাছেই একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে মনে হয়েছে। মোদির অভিযোগ, কেন আলাপনবাবু তাঁর ডাকা বৈঠকে না থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঝড়বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করছিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়েছিলেন। আসলে মোদির এটা রাজ্যের প্রতি প্রতিহিংসা ছাড়া কিছু নয়।

এই দল মানুষের, একজন তৃণমূলকর্মী

একের পাতার পর

সাংসদের বঙ্গজননী বাহিনীর দায়িত্ব পেয়েছেন আরেক সাংসদ মালা রায়। তাঁর সঙ্গে এই বাহিনীর সদস্য করে দেওয়া হয়েছে লাভলী মৈত্র ও জুন মালিয়াকে। সম্পাদকের দায়িত্বে আনা হয়েছে প্রদ্যুৎ ঘোষ, আশিষ চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম মান্নাকে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 'এক ব্যক্তি—এক পদ' নীতির অবতারণা করে। খুব স্পষ্টভাবে নেত্রী বার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন এবার বড় জয় হয়েছে। তাই আরও বড় দায়িত্ব। ঠিক এই কারণেই একেকজন নেতা বা নেত্রীর উপর গুরুভার দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর উপর ভিন্নরকমের দায়িত্ব দেননি। তাতে একটি কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন ওই নেতা বা নেত্রী। কাজ আরও ভাল হবে। যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা যাতে তাঁদের কাজ ঠিকমতো করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা হয়েছে। দলে যাঁরা ভারী দায়িত্ব পেয়েছেন, শুধু সেই কাজটাই তাঁকে করতে বলেছেন নেত্রী। আগামী একমাসের মধ্যে জেলাস্তরেও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে।

পরে প্রকাশ্যে দলের মহাসচিব বলেছেন, "জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমরা প্রস্তাব নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃতীয়বার জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসার জন্য। মানুষকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, নেত্রীকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য। তাঁদের বিপুল সমর্থনের জন্য।" একইসঙ্গে জানিয়েছেন, ভ্যাকসিনের উপর থেকে জিএসটি ছাড়ের দাবি তাঁরা জানাচ্ছেন কেন্দ্রের সরকারের কাছে। বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দ্রুত দেওয়ার দাবিও তুলেছেন। এ ছাড়া জাতীয় স্তরে কর্মসূচি নিয়ে বলেছেন, "বাংলার বাইরেও সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করবে তৃণমূল। বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করবেন সাংসদরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃঢ় নেতৃত্বকে কুর্নিশ জানিয়েছে দল।" এর মধ্যে অনেকেই তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন করেছেন। তাঁদের নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। মহাসচিব জানিয়েছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে পরে কমিটি করে দেবেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।"

দুই দলত্যাগীর সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে স্পিকারকে আর্জি সুদীপের

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে জয়ী দুই সাংসদ শিশির অধিকারী এবং সুনীল মণ্ডল। কিন্তু তাঁরা দল পাল্টালেও সাংসদ পদ ধরে রেখেছেন। তাঁদের সাংসদপদ খারিজের জন্য ফের দাবি তোলা হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। এবার তাঁদের সাংসদপদ খারিজের অনুরোধ জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ফোন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত জানুয়ারিতেই সুনীল মণ্ডলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সুদীপবাবু। শিশির অধিকারীর সাংসদ পদ খারিজের দাবিতেও আবেদন করেছে তৃণমূল। এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি। আর তাই অবিলম্বে দু'জনের সাংসদ পদ খারিজে পদক্ষেপ করতে ওম বিড়লাকে ফোনে আর্জি জানান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে সাংসদ হয়ে অন্য দল করছেন সুনীল মণ্ডল ও শিশির অধিকারী। অবিলম্বে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। এ নিয়ে লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। দল মনে করে, ওঁদের লোকসভার সাংসদ হিসেবে থাকার বৈধতা নেই। কারণ, তাঁরা দলত্যাগ করেছেন। জনগণকে ওঁরা পরিষেবা দিচ্ছেন না। কাঁথিতে সুস্থ-সক্ষম সাংসদ দরকার। তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, তাদের দল ছেড়ে দুই সাংসদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার চার-পাঁচ মাস পরও কীভাবে তাদের সাংসদ পদ খারিজের আবেদন পড়ে থাকে। সুদীপবাবু বলেছেন, "ওম বিড়লাকে আমি দলের দীর্ঘদিনের দাবি জানিয়েছি। একাধিকবার চিঠি লিখে, মনে করিয়ে দিয়েও কীভাবে তা এতদিন ধরে পড়ে থাকে, সেই বিষয়টি জানিয়েছি। অনেকদিন ধরে বিষয়টি আটকে রয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ জানিয়েছেন উনি বিষয়টি দেখবেন।"

প্রধানমন্ত্রী হিটলারের মতো আচরণ করছেন

একের পাতার পর

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য, "আমি অত্যন্ত স্তম্ভিত। আপনি কোনোভাবেই একতরফা এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। রাজ্যের এক নম্বর আমলাকে আপনি এভাবে ডেকে নিতে পারেন না। এমন ঘটনা ৭৪ বছরে ঘটেনি। দেশের ইতিহাসে এটা লজ্জার।" দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে বারবার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনি, অসাংবিধানিক। জানিনা তাদের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কারা। হয়তো তাদের পরামর্শদাতা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। এই ঘটনা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো মানছেনা আমলাতন্ত্রের মানসিকতাও নষ্ট করছে।"

এইভাবে যখন-তখন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়া কোনও আমলাকে ডেকে নেওয়ার অধিকার কেন্দ্রের নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "যখন তারা চাইবে তখনই কেন্দ্রীয় সরকার ডেকে নিতে পারে নাকি! তারা কি বন্ডেড লেবার? কেন্দ্রীয় সরকারের ওখানে অনেক বেঙ্গল ক্যাডারের অফিসার কাজ করছেন। তাদের আমি কি পাঠাতে পারি? যদি আমরা এই নিয়ে সংঘাত করি তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে মিস্টার বিজি প্রাইম মিনিস্টার? মনকি বাত প্রাইম মিনিস্টার?" আসলে পুরোটাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে রাজনীতি এবং এ রাজ্যে চূড়ান্ত হারের ফলে তৈরি করা প্রতিহিংসা তা পরিষ্কার। তাই মুখ্যমন্ত্রী মানুষের তাঁকে জনসমর্থনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন বলেছেন, "কী চান আপনি? আপনি তো চান আমাকে শেষ করে দিতে। সেটা কি পারবেন আপনি কোনওদিন? যতদিন মানুষ আমাকে সমর্থন জানাচ্ছেন ততদিন পারবেন না। যেহেতু রাজনৈতিকভাবে হেরে গিয়েছেন, বুঝে গিয়েছেন যে আপনারা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও নেই, মানুষের রায় মেনে নিতে পারছেন না।"

ঝড়বিধ্বস্ত বানভাসি এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ জোরকদমে

পুনর্গঠনে উদয়াস্ত পরিশ্রম মুখ্যমন্ত্রীর

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ইয়াস আছড়ে পড়েছিল বাংলার উপকূল বরাবর। তছনছ করে দিয়েছিল উপকূলভাগ। কিন্তু বাংলার মানুষের পাশে সেই বিপর্যয়ে আন্তরিকভাবে ও অভিভাবকের মতোই দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাতভর নবান্নে কন্ট্রোল রুম থেকে মনিটরিং করেছেন। আর ইয়াস বিধ্বস্ত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিতে দ্রুত সেইসব এলাকা পরিদর্শন করলেন তিনি। সব দফতরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যে ত্রাণ ও পুনর্গঠনে কোনও ঢিলেমি চলবে না। কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। বাঁধ মেরামতি থেকে সেতু নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে হবে। কোনও কাজে গাফিলতি ও অস্বচ্ছতা বরদাস্ত করা হবে না। এবং ত্রাণ-পুনর্বাসন নিয়ে কোনওরকম রাজনীতি করা যাবে না।

আমফান আছড়ে পড়েছিল গত বছর ২০ মে। তার কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নিয়ে একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার অবশ্য কোনও দফতরেরই ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। পরিবেশ ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামত থেকে গাছ কেটে ফেলা প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, কারও গাফিলতি দেখলে রেয়াত করা হবে না। ঘূর্ণিঝড়ের পর যেভাবে বাঁধ ভেঙেছে, তা নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। নবান্নে সেচ দফতরের বৈঠকে আমফানের ঝড়ে উপড়ে যাওয়া বিপুল সংখ্যক গাছ কোথায় গেল, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিন দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশাসনের কর্তাদের তাঁর কড়া বার্তা, "আমি এখন আর এটা সহ্য করব না যে বসে আছি তো বসেই আছি রিপোর্টের উপরে। সেটা চলবে না।" মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেচ দফতরে কাজ আগে যা হয়েছে, তা নিয়ে যেমন তদন্ত হবে, তেমনই এবার থেকে যে সমস্ত কাজ হবে, তার উপর কড়া নজর রাখতে হবে শীর্ষ আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "প্রতিবছরই সেচ দফতর বাঁধ সারাচ্ছে, আর প্রতিবছরই ভেঙে যাচ্ছে। তাই প্রতি বছরই যদি আমার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চলে যায় জলের মধ্যে, তাহলে আমি জলকে বাঁধবো কি করে? জলই তো আমায় বেঁধে ফেলেছে। আমি দেখব এই অবস্থায় আমার টাকাটা যাতে ভালভাবে কাজে লাগে। যেখানে টাকাটা কাজে লাগবে, সেখানে কাজটা করব। যেখানে আমার টাকা কাজে লাগবে না, আমি জানি আবার ভেঙে যাবে, সেখানে আমি অন্য কিছুর আশ্রয় নেব।"

দিঘার মেরিন ড্রাইভ নিয়েও তিনি যে অখুশি, তাও স্পষ্ট করে দেন মুখমন্ত্রী। এই মেরিন ড্রাইভের মাঝে একটি ব্রিজের কাজ শেষ না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "দিঘায় একটা ব্রিজ সেচ দফতর প্রায় তিন-চার বছর হল ফেলে রেখে দিয়েছে। আমি যখনই জিজ্ঞাসা করি, তখনই বলে আর ছ'মাস। আবার জিজ্ঞাসা করলে বলে, আরও ছ'মাস। ছ'মাস-ছ'মাস করে কবে শেষ হবে আমায় বলতে পারেন?" তাঁর বক্তব্য, "সেচের

দায়িত্বে যাঁরা আছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়াররা, তাঁরা খুব ভাল কাজ করেন। কিন্তু অনেকের ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয় না, যদি টিম লিডার ঠিক না হয়। টিম লিডার হচ্ছে ভেরি ইমপর্টান্ট। টিম লিডার যদি অনেস্ট হয় এবং রিয়েলি কাজটা করতে চায়, তাহলে অনেক শক্ত কাজও হয়ে যায়।" আগামী ১১ ও ২৬ জুনের ভরা কটালে ফের জল বাড়লে, তা সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা আগেই সেরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দফতরের আধিকারিকদের। কাজের ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের সম্পূর্ণ সাহায্য করা হবে তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "টেন্ডার প্রসেসকে ম্যানুপুলেট করার চতুরতা দেখা যায়। এখানে স্বচ্ছতা মেন্টেন করার জন্য অর্থসচিব জরুরি ভিত্তিতে কাজের টাকা ছাড়বেন।" আমফানে কাটা গাছ কোথায় গেল, এ নিয়ে তদন্ত হবে। তাঁর বক্তব্য, "গাছগুলো কোথায় গেল? আমি বলেছিলাম, যেখানে নদী ভেঙ্গে যায় সেখানে মোটা মোটা গাছগুলোকে নিয়ে গিয়ে ফেললে নদী ভাঙ্গন আটকানো যায়।" ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছ বন, পূর্ত, সেচ দফতর তুলে নিয়ে যায়। কখনও আবার কলকাতা পুরসভা, মিউনিসিপ্যালটি, দমকল সরায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কে নিয়ে যায় কখনও কোনও হিসেব থাকে না। সেই গাছগুলো ঠিকমতো ব্যবহার হয়েছে কিনা তা অর্থসচিব দেখবেন। তিন-চারটে গ্রুপ করে যখন কাজটা করা হচ্ছে তখন কেউ কিন্তু দায়িত্ব নিচ্ছে না দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।" প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েই তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় করতে চান। তাই একদিকে যেমন কংক্রিটের বাঁধা তৈরি করা হবে, তেমনই প্রাকৃতিক উপায়ে ম্যানগ্রোভ ও ভার্টিভার গাছ কাজে লাগিয়েও বাঁধের জমি শক্ত করা হবে। বন দফতর প্রায় ১৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগাবে সুন্দরবন, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে এর দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতেও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যে বাঁধ তৈরি করবে, তাকেই নজরদারি করতে হবে। বাঁধগুলির নাম বণিকসভার নামে রাখার প্রস্তাবও তাদের দেওয়ার কথা বলেন। সামগ্রিক পরিকল্পনা করতে মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকা ও সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চেক ড্যাম তৈরি করা ও জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে পুকুর খনন করর ফলে এখন রূপনারায়ণের বন্যার জন্য হাওড়ার শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর, উলুবেড়িয়ার এলাকা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আগামী দিনে আমরা নিম্ন দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের জন্য যে প্রকল্প রয়েছে, তার আড়াই হাজার কোটি টাকার মধ্যে হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় আরও কাজ হবে। কেলেঘাই কপালেশ্বরী প্রকল্পে সাড়ে ৭০০কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের অনেক এলাকা বেঁচে গিয়েছে। সুন্দরবন, সাগরের ব্রিজ ও ঘাটাল নিয়ে গ্রিন পরিবেশ প্রকল্পে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে।

দিঘায় একদিকে যেমন সৌন্দর্যায়নের কাজ চলবে, তেমনই সেখানকার হকারদের দোকান তৈরি করে দেবে দিঘা ডেভলপমেন্ট অথরিটি। সমুদ্রের ধারে মার্বেল মেরমতি, পাথওয়েতে সঠিকভাবে পভার ব্লক বসানো, সরকারি দিঘিবাড়ি মেরামতি দ্রুত শুরু করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দারমনিতে হোটেল কতৃপক্ষদের বলা হবে সমুদ্র থেকে কিছুটা ছেড়ে করতে।

সেচ দফতর ও ডিএসডিএ নিয়ে কড়া বার্তা সাংসদের

কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে, তোপ অভিষেকের

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বললেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলে দিলেন খাদ্যসামগ্রী

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত দিঘা-শঙ্করপুরের সমুদ্রের ধারে গার্ডওয়াল ও মেরিন ড্রাইভের নির্মাণ নিয়ে তদন্ত শুরু হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবেই। তাজপুর সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ এবং সেচ দফতরের উন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল যুব সভাপতি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে অভিষেক বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরাধীরা একজনকেও ছাড়া হবে না।"

পাথরপ্রতিমা, হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালির পর ঘূর্ণিঝড় বিধস্ত তাজপুর-রামনগরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক। নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়া ইস্যুতে নাম না করে প্রাক্তন সেচমন্ত্রী, বর্তমানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন যুব তৃণমূলের সভাপতি। তাজপুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন তৈরির চার মাসেই বাঁধ ভাঙল? কেন রাস্তার নিচে বালি দেওয়া হয়েছে? বাঁধ নির্মাণকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যেমন ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, তেমনই নাম না করে কাঠগড়ায় তোলেন দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাংসদ শিশির অধিকারীকেও। তিনি বলেছেন, "মানুষের টাকা সরিয়ে কারা এই বাঁধ নির্মাণ করেছেন, তা সবাই জানেন। কাউকে রেয়াত করা হবে না। বাঁধ তৈরি করেছেন সেচমন্ত্রী। কে ছিলেন এই পদে তাও জানেন। মানুষের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বড় হয়েছে অনেকের কাছে। মানুষের অর্থ গ্রাস করে নিজেদের জীবন সমৃদ্ধ করেছে। একজনকেও রেয়াত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত, তদন্ত হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবেই।" চলতি বছরের শুরুতেই রাজ্য সরকারের আর্থিক বরাদ্দ নিয়েই সমুদ্রের ঢেউ আটকাতে বানানো হয়েছিল সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র বাঁধ। কিন্তু দিন কয়েক আগে ঘূর্ণিঝড় যশ-এর ধাক্কায় ভেসে গিয়েছে সেই বাঁধের অনেকটাই। জলে প্লাবিত হয়েছে সমুদ্র উপকুলের সমস্ত জনপদ, ভেসে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। ফের ভরা কোটালে আবারও জলোচ্ছাসের ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বস্তুত তার জেরেই ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে উপকুলবর্তী তাজপুর, জলধা, চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দারা। রামনগর-১ ব্লকের সেই সব প্লাবিত এলাকা পায়ে হেঁটে বেহাল বাঁধের করুণ ছবি ঘুরে দেখেন অভিষেক। সেই সময় বাঁধ নির্মাণকারী ঠিকা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে ত্রাণ শিবিরে ঘোরার সময় তিনি দুর্গতদের খাওয়ার কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না তারও খোঁজ নেন। কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের রসুলপুর-সহ বিভিন্ন শিবিরও পরিদর্শন করেন, কথা বলেন উপকূলের বাসিন্দাদের সঙ্গে। অভিষেক আসার খবর পেয়েই বাঁধের উপরেই জড়ো হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের আর্জি, দ্রুত এই বাঁধ মেরামত করা হোক। আগামী ১২ জুন ফের ভরা কোটালের আগে বাঁধ ঠিক না হলে গ্রামে আবার জল ঢুকবে। যুব তৃণমূল সভাপতির আশ্বাস, " রাজ্য সরকার সব কাজ করে দেবে। নিশ্চিন্তে থাকুন। এখন ঘরবাড়ির মায়া করবেন না। আগে প্রাণে বাঁচুন। শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি সাহায্য ঢুকতে শুরু করবে। সকলের টাকা পেতে একটু সময় লাগবে। সরকারকে সেই সময়টা দিন। সকলেই ক্ষতিপূরণ পাবেন।"

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘূর্ণিঝড় বিধস্ত পাথরপ্রতিমাতেও একদিন আগে গিয়েছিলেন অভিষেক। পরদিনই তিনি দিঘার কাছে ঘূর্ণিঝড় বিধস্ত জনপদ পরিদর্শন করেন। বাঁধের বেহাল দশা নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। তবে তাঁর আক্রমণের নিশানায় ছিলেন বিধানসভার বর্তমান বিরোধী দলনেতা । অভিষেকের তোপ, "নিজেদের অর্থ বাঁচাতে অন্য রাজনৈতিক দলের কাছে মেরুদণ্ড বেচে দিয়েছেন কেউ কেউ।" সেচ দফতরের কাজে প্রশ্ন তোলায় রাজভবনের গেটে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'নাবালক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। জালধা সমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই কটাক্ষের জবাবে অভিষেক বলেন, "সাবালকের ব্যর্থতা দেখতে নাবালককে আসতে হয়। সাবালক শুধু বড়-বড় ভাষণ দিচ্ছেন। উনি যখন সাবালক, তো সাবালকত্বের পরিচয় দিন। সাবালককে অন ক্যামেরা টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। নাবালককে কিন্তু দেখা যায়নি।" বাঁধ পরিদর্শনে অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, তরুণ জানা। রাস্তার নিচে কেন বালি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, "এই রাস্তা, গার্ডওয়াল তৈরির তদারকি করেছে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ। এই পর্ষদে সেই সময়ে চেয়ারম্যান কে ছিলেন, তাও সকলেই জানেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় বাংলায় কমছে সংক্রমণ

কর্মীদের টিকা দিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে ছাড়ের ভাবনা সরকারের

ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাক আমি চাই না। কোনও মানুষকে মারার পক্ষে নই আমরা। জানি শিল্প-সংস্থাগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্যা হচ্ছে। তাদের কোনও আয় হচ্ছে না। ১৬ তারিখ থেকে আবার আমরা নতুন বিধিনিষেধ করব। ততদিন ভাবুন কী করা যায়।
—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগো বাংলা প্রতিনিধি: সংক্রমণ এখন বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। এই পরিস্থিতিতেও বিধিনিষেধ আরোপ করে মানুষকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ দেওয়ার পক্ষে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জনজীবন স্বাভাবিক করার কথা বলে আগামী দিনে বিধি-নিষেধ কিছু শিথিল করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সবটাই হবে পরিস্থিতি বুঝে। মুখ্যমন্ত্রী তাই বণিকসভার সঙ্গে বৈঠক করে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক হোক। কিন্তু কর্মীদের টিকা নিয়ে তবেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হোক। রাজ্যের বণিক মহলকে তাই তাদের কর্মীদের টিকাকরণের কথা আবশিক বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি নবান্ন সভাঘরে রাজ্যের বণিকমহলসহ ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা কর্ণধারের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে নানা আলোচনায় উঠে আসে কল-কারখানা, হোটেল-রেস্তোরাঁ, শপিংমল খোলার আবেদন। মুখ্যমন্ত্রীও প্রত্যেকের সঙ্গে সহমত পোষণ করে এ নিয়ে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে দেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে। পরিষ্কার বলে দেন কর্মীদের টিকাকরণ করিয়ে তবেই যার যার প্রতিষ্ঠান খুলুক। কারণ তিনি চান সকলের অন্ন বাসস্থান সব নিশ্চিত হোক। তবে এই বিপুল টিকাকরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। বণিকমহলের কাছে সরকার সেই সাহায্য পেলে সকলের টিকাকরণের ব্যবস্থা করতে পারে। এর মধ্যে সব নিয়মমতো হলে বিধিনিষেধের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ১৬ জুন থেকে তাতে সীলমোহর পড়তে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাক আমি চাই না। কোনও মানুষকে মারার পক্ষে নই আমরা। জানি শিল্প-সংস্থাগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্যা হচ্ছে। তাদের কোনও আয় হচ্ছে না। ১৬ তারিখ থেকে আবার আমরা নতুন বিধিনিষেধ করব। ততদিন ভাবুন কী করা যায়।"

দেখে নেওয়া যাক, বণিকমহলের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলোচনায় সহমত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথমত বণিকমহলের আবেদনের ভিত্তিতে একটি 'কমন পুল' তৈরির কথা বলেছেন। কোন সংস্থার কত কর্মীর জন্য টিকা দরকার, তার হিসাব সেখানে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "শিল্প-বাণিজ্যমহল হয় ভ্যাকসিন জোগাড় করে দিক। না হলে আমরা দিয়ে দেব। যে টাকাটা লাগবে সেটা আপনারা দিয়ে দিলে সুবিধা হয়। আমরা টাকাটা নেব না। ওই টাকায় ভ্যাকসিন কিনে দেব।" একইসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতর সমস্তরকম সহযোগিতা করবে।

হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠনের তরফে রেস্তোরাঁ খোলার আবেদন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও বলে দেন, "মিষ্টির দোকান তো খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা। আপনারও কর্মীদের টিকা দিয়ে দিলে তিনঘণ্টা খোলা রাখতে পারেন হোটেল-রেস্তরাঁ।" সেক্ষেত্রে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কর্মীকে ভ্যাকসিন দিয়ে তা খুলে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেসব রেস্তোরাঁয় বার রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম হতে পারে। ঠিক একইভাবে শপিং মল খোলার আবেদন আসে। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক মানুষের ভিড় হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করে তবে ২৫ শতাংশ মানুষের ভিড় নিয়ে প্রাথমিকভাবে মল খোলা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে খুচরো বাজার খোলা রাখার সময়ও এক ঘণ্টা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন বেলা ১২টা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত খুচরো বাজার খোলা থাকছে। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে সেই বাজার খোলা থাকবে বিকেল চারটে পর্যন্ত। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও কিছুটা ছাড়ের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দুটো শিফটে ১০ শতাংশ করে কর্মী নিয়ে কাজ করার উপায় বের করে তবেই কাজ করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের মনের কথা বুঝে তাদের অন্নসংস্থানের চিন্তা বাস্তবায়নের পথে হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এমনকী, সাইক্লোন পরবর্তী পরিস্থিতিতে অসংখ্য গ্রাম বিদ্ধস্ত। বনিকসভাগুলির কাছে তাঁর আবেদন, প্রত্যেকে অন্তত একটি গ্রামের দায়িত্ব নিক যে যেভাবে পারেন। তাতেই অনেক উপকার হবে। একইসঙ্গে বলেছেন, হয়তো কারও হাতে বেশি ত্রাণ পৌঁছচ্ছে, কারও হাতে কিছুই না। তাই সরকারি তহবিলে টাকাটা এলেই ঠিকমতো তার বণ্টন সম্ভব। পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতিতে চর্মশিল্প-সহ ছোট বা মাঝারি শিল্পের ক্লাস্টার এমনকী, ভারী শিল্প নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, চর্মশিল্পে কয়েক হাজার মানুষ কাজ করেন। উৎপাদিত সামগ্রী দেশের বাইরে যায়। ব্যবসা আবার শুরু না করলে মাল রফতানি না হলে বাণিজ্যমহলে সেই প্রতিষ্ঠান কালোতালিকাভুক্ত হবে। মানুষ কাজ হারাবে চিরতরে। সেই কারণেই দ্রুত কর্মীদের টিকাকরণের কথা বলেছেন।

পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত হোটেলের কর্মীদের কথাও বলেছেন। সবটা দুই ভাগে ভাগ করে দেখতে দিয়েছেন দুই দফতরের শীর্ষ আধিকারিককে। ভারী শিল্পের বিষয়টি দেখবেন শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান রাজীব সিনহা।

করোনা পরীক্ষায় জোর, দ্রুত চিকিৎসাতেই সাফল্য

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই রাশ টানা গেল সংক্রমণে। শেষ সাত দিনের পরিসংখ্যান বলছে ক্রমশ সুস্থতার পথে এগোচ্ছে বাংলা। রাজ্যের সেফহোমের ১১ হাজার ৫০৭ টি বেডের মধ্যে মাত্র ২ হাজার ১৯০টিতে রোগী আছে। বাকি সমস্ত সেফহোমের বেড ফাঁকা। ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষকে সেফ হোম থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ।

দিন কয়েক আগে যেখানে দৈনিক করোনা সংক্রমণ পৌঁছে গিয়েছিল ২০ হাজারে। বর্তমানে তা নেমে এসেছে ১০ হাজারেরও নীচে। ইতিমধ্যেই বাংলার ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩৪ জন যুবক হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষকে টেলি মেডিসিন পরিষেবা দিয়েছে বাংলার স্বাস্থ্য দফতর।

গত সাত দিনে বাংলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিরানব্বই শতাংশ কোমর্বিডিটি অথবা উচ্চরক্তচাপ, সুগার, কিডনির অসুখের রোগী। শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের কারণে মারা গিয়েছে এমন রোগীর সংখ্যা শূণ্য।

দৈনিক সত্তর হাজারের উপর কোভিড টেস্ট। আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া। সামান্যতম উপসর্গ থাকলেই সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমস্ত পরিকল্পনাতেই রাশ টানা গিয়েছে করোনা সংক্রমণে। এই মুহূর্তে বাংলার ১১৭টি ল্যাবরেটরিতে কোভিড টেস্ট চলছে। যা আশপাশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটায় বেশি। রাজ্যের মোট ২৩৪ টি হাসপাতালে হচ্ছে করোনার চিকিৎসা। যার মধ্যে ১৯৩ টি সরকারী হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন বাংলার মানুষ। যে ৪১ টি বেসরকারী হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা চলছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সেখানেও খরচ বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারী হাসপাতালে কোভিড টেস্টের নমুনা পরীক্ষার খরচ সাড়ে নশোর টাকায় বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে অতিরিক্ত টাকা নিতেও নিষেধ জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী কোভিড প্রোটেকশন চার্জ (পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজার-সহ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সব উপাদানই) বাবদ দিনে ১০০০ টাকার বেশি নেওয়া বারণ। চিকিৎসকের পরামর্শ বাবদ সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা নিতে পারবে বেসরকারী হাসপাতাল। এই মুহূর্তে রাজ্যে করোনায় সুস্থতার হার ৯৪.৪৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৯৩৮ জন। যা কার্যত রেকর্ড। গ্রাম বাংলায় তো অবশ্যই, শহর কলকাতাতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে উল্লেখজনকভাবে। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৯৭৬ জন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নানান বিধি নিষেধ জারি করলেও ছোট ব্যবসায়ী হকারদের কথা ভেবে সম্পূর্ণ লকডাউন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "রাজ্যে ব্যবসায়ীদের কথা ভেবে লকডাউন বা কার্ফু জারি করিনি। বাজার পুরোপুরি বন্ধ করিনি।" সংক্রমণ ঠেকাতে প্রতিদিন রাজ্যের বাজার হাট নিয়মিত স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা

দল একটাই
তৃণমূল

প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫৯। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 59. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**